দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 JUL 2012
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

সেশন জটের আবর্তে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিয়োগ পেতে আরো এক বছরেরও বেশি সময় প্রয়োজন হবে। এই একটা বছর সংকট নিয়েই চলতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়কে। যদিও জরুরিভিত্তিতে কিছু জনবল চেয়ে মন্ত্রণালয়ে আবেদন জানানো হয়েছে।

জনবল সংকট প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, যখন ১ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরিচ্যুত হননি, তখনও সেশনজট ছিল।

বিজিপ্রেসে জট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রশ্নপত্র ছাপা হয় সরকারি ছাপা খানায় (বিজিপ্রেস)। কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণের সার্বিক প্রস্তুতি থাকার পরও যথাসময়ে পরীক্ষা নেয়া যায় না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শাখার কর্মকর্তারা জানান, বছরের শেষে 'প্রাথমিক স্কুল শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, জেএসসি পরীক্ষা, এসএসসি (নির্বাচনী পরীক্ষা), ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি পরীক্ষা, এপ্রিলে এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপা হয় বিজিপ্রেসে। এক পরীক্ষার প্রশ্ন ছাপাতে সময় লাগে প্রায় দেড় মাস। সরকার প্রশ্ন ছাপার বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার চেয়ে ওইসব পাবলিক পরীক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এই সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষা নেয়ার প্রস্তুতি থাকলে প্রশ্ন ছাপানো সম্ভব হয় না। এ কারণে পরীক্ষা নিতেও বিলম্ব হয়। এছাড়া নির্বাচনের ব্যালট পেপার ছাপা হয় বিজিপ্রেসে। তিনমাস কোন প্রশ্নপত্র ছাপা সম্ভব হয় না বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

পরীক্ষা কেন্দ্র কম

পরীক্ষা নেয়ার প্রস্তুতি থাকলে কেন্দ্র না পাওয়ার কারণে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হয় না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। ১ এপ্রিল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা হয় প্রায় দেড়মাস ধরে। উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা হয় সরকারি বেসরকারি কলেজ কেন্দ্রগুলোতে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাও একই কেন্দ্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ কারণে প্রস্তুতি থাকলে পরীক্ষা নেয়া যায় না বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে।

সংকট আরো বাড়বে

বর্তমানে যে শিক্ষার্থী রয়েছে তা সামাল দিতেই হিমশিম খাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। কিন্তু যেভাবে নতুন নতুন কলেজ অনুমোদন পাচ্ছে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে তাতে বাড়তি শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেয়া, খাতা মূল্যায়ন এবং ফল প্রকাশেও জটিলতা বাড়বে বলে সংশ্লিষ্টরা আশংকা করছেন। বর্তমানে ১২ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে। আর প্রতিবছর শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৯৫ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতো ২ লাখ ১৭ হাজার। তা ২০০৯ সালে বেড়ে হয়েছে ৩ লাখ ৪৪ হাজার। ২০১০ এ ৪ লাখ ১৬ হাজার, ২০১১ সালে ৫ লাখ ৭৪ হাজার। আর এ বছর ৭ লাখ ২১ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী এইচএসসি উত্তীর্ণ হয়েছে। আর এই উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর তিন চতুর্থাংশই ভর্তি হবেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বর্তমান চাপ নিতেই ব্যর্থ হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তা সামাল দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়টির পক্ষে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর প্রথম বর্ষে ২৮টি বিষয়ে ৭ লাখ উত্তরপত্র ছিল। এবার তা বেড়ে হয় ১২ লাখ। আগামীতে এই বর্ষে পরীক্ষায় হবে ১৮ লাখ উত্তরপত্র। এত বেশি উত্তরপত্র সামাল দিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখনো প্রস্তুত হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন হবে সময় ও সুযোগের। এ কারণে পিছিয়ে পড়বে পরীক্ষা।

খাতা দেখায় গাফিলতি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য সম্মানী কম দেয়া হয় বলে খাতা দেখতে আগ্রহী হন না শিক্ষকরা। শিক্ষকদের দাবির কারণে প্রতি খাতা মূল্যায়নে ২৫ টাকা বাড়িয়ে ৩৫ টাকা করা হয়েছে। তবুও খাতা দেখতে আগ্রহী হচ্ছেন না শিক্ষকরা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, খাতা দেখার চেয়ে কোচিংয়ে সময় দিলে বেশি আয় হয়। এ কারণে তারা খাতা দেখতে চান না। খাতা মূল্যায়ন শেষে জমা দিতেও দেরি হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১০ হাজারের বেশি পরীক্ষক রয়েছেন। এদের মধ্যে খাতা বিতরণে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে বলেও সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যদি একজন শিক্ষক (পরীক্ষক) এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে বদলি হন, তা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জানে না। এ কারণে পূর্বের ঠিকানায় পাঠানো হয় উত্তরপত্র। ফলে কিছুদিন পর তা ফেরত আসে। পরে এ খাতা মূল্যায়নের জন্য অন্য পরীক্ষককে দায়িত্ব দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় অপচয় হয়। সূত্র জানায়, কোন একজন শিক্ষকের কারণে ফল প্রকাশে এক মাসেরও বেশি সময় লেগেছে এমন তথ্যও রয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সোচ্চার শিক্ষার্থীরা

সেশনজটের কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন শিক্ষার্থীরা। এ মাসে দুই বার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও করে রাখে 'সেশনজট নিরসন ছাত্র পরিষদ' নামে শিক্ষার্থীদের সংগঠন। শিক্ষার্থীরা জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ বছরের অনার্স কোর্স শেষ করতে ৭-৮ বছর সময় ব্যয় হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের অন্য দাবিগুলো হচ্ছে, একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ ও এর সঠিক বাস্তবায়ন, শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই চার বছরের সম্পূর্ণ সিলেবাস প্রদান, লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষা শেষ করা, তিন মাসের মধ্যে ফল প্রকাশ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্তের সঠিক বাস্তবায়ন।

ছাত্র পরিষদের সভাপতি খন্দকার রায়হান বলেন, সময়মতো (ক্যালেন্ডার) ভর্তি, ক্লাস, পরীক্ষা না হওয়া, খাতা বিতরণ ও মূল্যায়নে বিলম্ব এবং সমন্বয়হীনতা সেশন জটের নিত্যসঙ্গী। ফলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স শেষ করতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের সরকারি চাকরির বয়স। কোনো কোনো কলেজে সময়মতো পাঠ শেষ করলেও নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা হচ্ছে না। আর পরীক্ষা না হওয়ায় ফল প্রকাশ হচ্ছে না। ফলে সৃষ্টি হয়েছে সেশনজট। এসব নানা কারণে শিক্ষার্থীরা যেমন আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন; তেমনি তাদের জীবন থেকে ঝরে যাচ্ছে মূল্যবান সময়। তিনি জানান, সেশনজট নিরসনে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে আমাদের বৈঠক হয়েছে। তিনি সেশনজট নিরসনে উদ্যোগ নেবেন বলে জানিয়েছেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ই বুড়ো বানিয়েছে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ব্লগে লিখেছে তাদের হতাশার কথা। সেশনজটের কারণে কীভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তা বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে এসব ওয়েবসাইটে। শিক্ষার্থীরা বলেছেন, 'আমরা বুড়ো নই, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ই আমাদের বুড়ো বানিয়েছে'। কেউ কেউ বলেছেন, ফল প্রকাশে দেরির জন্য সরকারি চাকরির পরীক্ষায় অংশ নিতে পারিনি। ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে এক অনিশ্চয়তায় যাচ্ছেন তারা। এক শিক্ষার্থী লিখেছেন, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া কত বড় অভিশাপ তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ২০০৭ সালে এইচএসসি পাস করি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা কলেজে ভর্তি হই, এখন আমরা মাত্র ৩য় বর্ষে উঠলাম। কেউ লিখেছেন, জানি না ভবিষ্যতে কি হবে। তবে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন যথেষ্ট।' আবার কেউ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মেধাবীদের বৃদ্ধাশ্রম বলে আখ্যায়িত করেছে। কেউ বলেছেন, একই সেশনের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দুই বছর পরে পাস করে বের হন। এখানেই আমরা অন্যদের চেয়ে দুইবছর পিছিয়ে পড়ছি। এ দুটি বছরের দায়িত্ব কার ঘাড়ে ফেলবো ? কেউ বলেছেন, তার স্বপ্ন ভঙ্গের প্রবেশ পথ হল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

কাজ নেই তবু ৭৪ শিক্ষক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন ছাত্র নেই। এ কারণে বাস্তব প্রেক্ষাপটে কোন শিক্ষকের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছেন ৭৪ জন শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ৭৪ শিক্ষকের মধ্যে প্রভাষক ৪৩ জন, সহকারী অধ্যাপক ২৩ জন, সহযোগী অধ্যাপক ৮ জন। তথ্য অনুযায়ী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কলেজের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কিন্তু এই প্রশিক্ষণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ দেন না। তাহলে কেন এই শিক্ষক ? খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষকরা নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হন না। নিজেদের ইচ্ছেমত কাজ করছেন। নেই কোন জবাবদিহিতা। সূত্র জানায়, দেশের বিভিন্ন কলেজের রয়েছে শিক্ষক সংকট। এ সংকট মোকাবিলায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওই সব কলেজে গিয়ে ক্লাস নেয়ার বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত থাকলেও তা আমলে নেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ঢাকায় থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন- এমন প্রমাণ রয়েছে। কোন একটি কলেজের শিক্ষকরা যে সম্মানীর ভিত্তিতে খাতা মূল্যায়ন করেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা একইভাবে খাতা মূল্যায়ন করেন। বাড়তি কোন কাজ নেই- এমন কথা জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মকর্তা।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সমস্যা সেশনজট। আর পরীক্ষার সার্বিক বিষয় সমন্বয় ও প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বদরুজ্জামান। তিনি বলেন, একদিকে শিক্ষার্থীদের চাপ বাড়ছে। অন্যদিকে জনবল সংকট রয়েছে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে যাতে শিক্ষার্থীরা ভোগান্তিতে না পড়েন সে কারণে মাসের ৩০ দিনই কর্মব্যস্ত থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শাখা। তিনি বিজি প্রেসের অবস্থা, পরীক্ষা কেন্দ্রে র সংখ্যা কম থাকা, শিক্ষকরা খাতা মূল্যায়ন শেষে জমা দিতে বিলম্ব করা, যোগ্য শিক্ষকের সংকটসহ বিভিন্ন বিষয়গুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সেশনজট নিরসনের বিষয়টিকে আমার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি। তিনি বলেন, যে শিক্ষক ডিগ্রি পাস কোর্সের খাতা দেখেন আবার তিনিই সম্মান ডিগ্রীর খাতা দেখেন। এ কারণেও ফল প্রকাশে বিলম্ব হয়। তিনি জানান, সেশনজট নিরসনে ২০১০ সালে ডিগ্রী দুই ব্যাচের একসাথে পরীক্ষা নিয়েছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বাভাবিক কারণেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অন্যান্য শিক্ষার্থীর চেয়ে পিছিয়ে থাকে। যারা পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ পান না তারাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে ভর্তি হন। দেশের ৪২০টি এফিলিয়েটেড অনার্স কলেজ রয়েছে। এছাড়া ডিগ্রি কলেজ রয়েছে ১২শ'র বেশি। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ফ্যাকাল্টি যেমন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একেকটি কলেজ ওই ফ্যাকাল্টির মতো। প্রত্যেক কলেজে পৃথক রেজাল্ট দিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৭টি পরীক্ষা নিতে হয়। প্রতি পরীক্ষায় সময় লাগে দেড় থেকে ৩ মাস। ডিগ্রিতে ৪ লাখ ২৬ হাজার পরীক্ষা দেন। পার্ট ওয়ানে পরীক্ষার্থী সংখ্যা ১ লাখ ৯০ হাজার। গড়ে ৬ লাখ পরীক্ষার্থীর জায়গা দেয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন, সেশনজটের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে বিশ্ববিদ্যালয়। বিজিপ্রেস যাতে দ্রুততার সাথে প্রশ্নপত্র ছাপার ব্যবস্থা করে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।